তারিখ 03 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ৬

কালের কণ্ঠ

ভারত-পাকিস্তান গোলাগুলি

কাশ্মীরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হলো কয়েক শ স্কুল

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে প্রায় তিন শ স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। কাশ্মীর সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মঙ্গলবার গোলাগুলিতে ১৪ জন নিহত হওয়ার পর গতকাল বুধবার এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সীমান্ত ও নিয়ন্ত্ররেখা বরাবর সরকারি ও বেসরকারি সব স্কুল এই নির্দেশের আওতায় পড়বে।

ভারত ও পাকিস্তানের দাবি মতে, মঙ্গলবারের গোলাগুলিতে দুই দেশের ১৪ জন মানুষ মারা গেছে। ভারত কর্তৃপক্ষ জানায়, পাকিস্তানি সেনাদের গুলি ও মর্টার হামলায় তাদের দেশের চার নারী, দুই শিশুসহ আট বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান দাবি করেছে, আগের দিন ভারতীয় সেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছে ছয় পাকিস্তানি।

জম্মুর একজন শীর্ষ কর্মকর্তা পাওয়ান কোতয়াল জানান, ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের সাম্বা, জম্মু ও কাথোয়া জেলায় সরকারি-বেসরকারি প্রায় ৩০০ স্কুল বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জম্মুর ডেপুটি কমিশনার সিমরনদীপ সিং জানান, জম্মুর প্রায় ১৭৪টি ও সাম্বার ৪৫টি স্কুল বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। খৌর, জৌরিয়ান, মার, আরএসপুরা, সাতওতি, আখনুর, বিশনাহ ও মিরান সাহিবের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর স্কুলগুলোর পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার সব স্কুলে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাম্বার সীমান্ত থেকে আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত সব স্কুলেও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের হিজবুল মুজাহিদীন নেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর গত ৮ জুলাই থেকে গোড়া উপত্যকা অশান্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ দফায় দফায় কারফিউ জারি করে। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় কয়েক হাজার মানুষ। এরই মধ্যে ১৮ সেপ্টেম্বর ভারতের উরিতে সেনাছাউনিতে সন্ত্রাসী হামলায় ১৮ জন সেনাসদস্য নিহত হন। এ ঘটনার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত। ২৯ সেপ্টেম্বর পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ঢুকে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' চালানোর দাবি করে ভারত। এর পর থেকে ওই সীমান্তে দুই দেশের মধ্যে প্রায়ই গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায়, কাশ্মীরের পরিস্থিতি মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায়। সূত্র: এএফপি।